পরিচিতি

কবি পরিচিতি

জান্নাতুল ফেরদৌসী ১৯৮২ সালের ১৯ জানুয়ারি, যশোর জেলার ছাতিয়ান তলায় মাতুলালয়ে জন্মগ্রহন করেন।
শিক্ষাগতযোগ্যতাঃ এম,এ.(বাংলা) এম,এড ।
২০০০ সালে তিনি সাঁকো প্রকাশনি থেকে “কবি”হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন।
২০২২ সালে নবসাহিত্য প্রকাশনী থেকে ‘কবি সম্মাননা’-স্বরূপ সনদ এবং ক্রেস্ট প্রদান করা হয় । পেশায় তিনি একজন শিক্ষক(GPS)। যৌথভাবে কবির প্রকাশিত বইয়ের নাম“বনফুলের সন্ধানে,নতুন তার মিছিলে,উদীয়মান কবি।”

ই-মেইলঃferdausij059@gmail.com

অভিজ্ঞান

জান্নাতুল ফেরদৌসী

স্মৃতির বুনন জালে বেঁধে রাখা সলিল-সমাধি পরে,
এক চিলতি হাসির অপেক্ষায় সঁপেছি তারে
অভিজ্ঞানের প্যপিরাসে মোড়া অনুরাগের তক্ত বসন !
হয়তোবা হবেনা আর চোখের চাহন;
করহস্তে ঢেকে রাখা শুভ্র গালিচার স্মরণ-কাঁকন।
আসবেনা ফিরে জানি একাদশের দ্বরে,
স্মরণে রবে তবু মানসপটের সিক্ত নীলিমায় বারেবারে ।
"স্মৃতিরা কথা কয়"-স্মারকচিহ্নে গুঁজে রাখা বাণী,
হবেনা মলিন পাতা শেষের গল্পখানি !

আবছায়া

জান্নাতুল ফেরদৌসী

সুপ্তির লুপ্ততায় জেগে ওঠে আরেকটা দিন,
ঘ্রাণ নিয়ে চলিছে চিরন্তনী
আবছায়ার মাঝে থাকা শুভদিন।
শুভ্রতার চাদর মোড়ানো
এক ফালি মৃদুমন্দ সমীরণ,
কম্পিত আঙুলে চোট লাগা অনুরণন।
থেকে থেকে থেমে যাওয়া শিশির বিন্দু,
হাতছানি দিয়ে ডেকে নেয় ইতিহাসের পাতায় বোনা
কার্পেটের তলায় ছয়টি ধারার নীরব সিন্ধু !
সাদামাঠা ছিপছিপে মিষ্টি মুখে দিয়ে যায়,
নিষ্পাপ আবেশে ভাবনার প্রতিফলন মুর্তিঃ
রেখে যায় না দেখা আর্তি।।

শিশিরের গল্প

জান্নাতুল ফেরদৌসী

বিন্দু মাখা সূর্যের সাথে দেখা যায়;
কিন্তু তার জয় হোক বাংলার সোনালি অপ্সরায়।
ভাঙতে পারে বলে কথা না শুনে,
মনে কী দ্বিধা নিয়ে পাশ কেটে গেছে শুন্যধ্যানে।
থরথর কম্পিত কণ্ঠে বলে যাওয়া কথা মালায়,
জানা থেকে অজানায় ছড়িয়ে গেছে নিথর বেলায়।
ক্ষনশ্বর বুলি গুলো কাচের বাক্সে সাজিয়ে আজও,
থেমে থেমে ঝরে পড়ে দুমড়ে– মুচড়ে যাওয়া
শিশির সিক্ত ধুলোবালির কোঠায়।
পত্রকুটের প্রতিটি পাতায় বোনা দিনগুলো কেটে যায়,
সিঁধকাঠির ছাপানো অন্তরায়।
খালি ফর্মে ছিল তার সবার উর্ধ্বে জয়,
তবুও মলিন তাপিত নয়ন জলে ভেসে ওঠে তার ভয়।
কী জানি কী হয় ভেজা ঘাসে পড়ে থাকি;
ক্ষয়ে যাওয়া ছিন্নপত্রের নীল ধুলোয়
বিন্দু বিন্দু চিহ্নর বুনন আঁকি ।।

“থাপছাড়া”

জান্নাতুল ফেরদৌসী

কিডাগো তুমি ?
চিনতি পারতিছিনে.....
কিরাম জানি ঝাঁপসা ঝাঁপসা দেহায় সব...!
তুই কানাডার ছাবাল...না ?
কিছু কি কতি আসিছির আমারে ?
কী কবি ক....শুনতিছি ।
“না কাহা আমি বিদ্যুতির ছাবাল ।
আব্বা তোমারে দেখতি পাঠাইছিল;
তুমি কিরাম আছো তাই জানতি আইছিলাম ।”
এতকাল----পরে----আইছির তোরা আমারে দেখতি !
দূর—হ—দূর—হ দেহাইসনে তোগের মিথ্যেমিথ্যি ভেলকি,
বুক ভাইংগে কান্দা আসত তোগের না দেখলি !
৩০-বছর পরে আইছির কা’হারে দেখতি;
তোরা কি ---মানুষ.......!
গিছিলাম ইস্টিশনে একবার,কাউয়ার মতন চায়েছিলাম তোগের জন্যি;
কথা দিয়ে রাহিনি কথা তোর বাপ;এহন আমার সাথে কথা কতি এতো হাউশ--!
চাইনে তোগের বালোবাসা,কবরে গেলি পরে মিটাইস শত আশা !!

আঞ্চলিক কবিতা

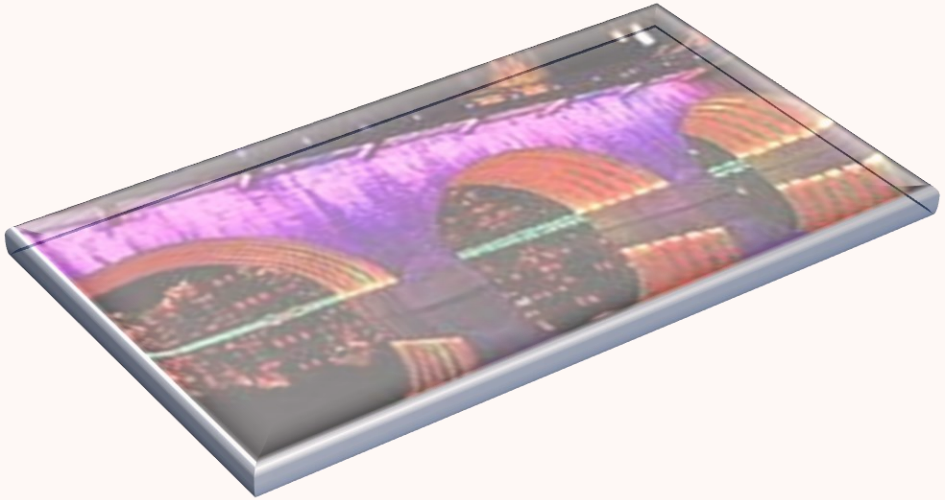

যোগী

জান্নাতুল ফেরদৌসী

যোগে-জ্ঞানে-যোগৈশ্বর্যে
ভূতজয় ধ্যানে-চিতে আর্যে;
ইন্দ্রজালের কপাট ভেদী সন্তর্পণে
চরণদ্বয় পড়িছে যোগীর ।
যজ্ঞ ভঙ্গের উদ্বেগ না শুনি কর্ণযুগল,
ত্রিলোচন স্থির করি আসিছে মঙ্গল।
তপস্যায় মোক্ষলাভ অর্থদম্ভ বিনে,
পুষ্পচন্দনে লেপা সিদ্ধাসনে
যোগীবর খুঁজিছে পুষ্করিণী পুণ্যাসনে।
সঞ্চিত-গচ্ছিত ছিল যত তোরঙ্গ,
দুদিনের বিচরণী দিবেনা কভু সঙ্গ।
ষড়রিপুর জালে সপ্তবন্ধের আঁটি,
পদপৃষ্ঠে রাখিয়া যোগী -
নিজধ্যানে বশীভূত করিছে হৃত্পাটি !!

বাঁশরী

জান্নাতুল ফেরদৌসী

বুক ধড়পড় অস্থিমজ্জা সার
কেবলই হুতাশ মনস্তাপ,
সরসী-তটে বসিয়া বেণু
হইয়াছে অসার ।
নিদ্রিত নয়ন তমসা কোণে খোয়াব দেখিয়া --
জাগিয়া কহে,”অসারে ঢালিব প্রাণ,সুর লহরী বাঁধিবে তান ”
মোহনীয় জালে শ্রুতির পানে
ধেয়ে আসে বাঁশরীর বাণ !
নিশ্চুপ নিশাচরে ছিল সে কে,
বাঁধিয়াছে যে প্রাণের তরে –
বাঁশরী তাহার সুরের মূর্ছনায়,
ছাপিয়া গিয়াছে প্রণয়ের বাণী,
অশ্রুমালায় সিক্ত পথিক,
শুনিয়া গাঁথে ফেরারির মর্মবাণী !
বাঁশরী তাহার নিরাকার সুরে,
আলো-আধাঁরি পথে
হাওয়ায় মিলায় কুটিরের সাথে !
মেলেনি দেখা

জীবন ঘড়ি

জান্নাতুল ফেরদৌসী

টিকটিক ঢংঢং
সারাদিন পেশাদার,
চালাইছে কাটা তার ।
নেই কোনো অজুহাত,
থামে না–কো চলা পথ।
দম ছাড়া চলে সে,
একটানা ক্লেশে।
মরচে পড়া ইঞ্জিনে
হাঁপ ছেড়ে থামে সে ।
রংবেরঙের ফেস্টুনে
আঁকা যত খ্যাতি তার,
ভবের হাটে ঘুরে ফিরে
বিলীন হবে অন্তঃসার।
আসবেনা শুনে তায়,
কী ছিলো দ্বিধা হায় !
সময় থাকতে তারে
যতনো করিও,
নেবে না সাথে করে
দিলে যত সুপেয় ।

“জুটি”

জান্নাতুল ফেরদৌসী

শুন্যে ঝুলি পুণ্যে চলি,
কপোত-কপোতীর জুটি —
অধরায় মাখি প্রণয়ের বাণী,
যাপিত জীবন টুটি।
গণ হিল্লোলে বাঁধিয়ে পাণি,
শ্রবণ রাখি চাপি।
মোরা দুইজন সরোবর তটে,
পুষ্পিত ডালে পেখম মেলে
চমকিত পানে আলাপে মেতে;
খচিত হবে হিয়ার পটে!
রবে না বাকি বিষাদ-বিন্দু
অসহায় যত রেখার ফন্দি।
রেখেছি বেঁধে মনের কোঠায়,
দিবানিদ্রায় কোমল সোঁতায়!!

সওদা

–জান্নাতুল ফেরদৌসী

চরণবাবু বিনে বিশ্রামে কাটাইতেন দিনকাল,
হরেক রকম সওদা করে আনিতেন সকাল বিকাল।
বন্ধুর পথে চলেন বটে নচ্ছারপনার বালাই সাট,
ছেঁড়া চটি আর ধুলো মাটি ক্ষেপে কহে," এবার হাট "!
আসে না কথা সহে সে ব্যথা, একাকী চলে যান ছাড়া,
হুইঁসেলে থামে বাবু চরণ,একটুকু দিয়ে গা ঝাড়া।
ফোস্কায় ধরে জ্বালা,থামে না তবু চলা,
সওদার হিসেব আজও তার হলোনা কো আর বলা!
ঝাঁপিতে তার কড়ায়–গণ্ডায় সঞ্চয় আছে ভারি,
বাঁকা পথে তার সোজা চরণ ছড়াইছে ফুলঝুরি।
ফাঁকি কিছু থেকে যায়,চুপিসারে বলে তা–ই ;
চলনে–বলনে খ্যাতি তার,ফাঁকা সব পূর্ণতা পায়।
পদধূলি রাখে প্রমাণ,করতে কিছু স্মরণ জাল,
সওদার ফাঁদে আটক চরা,সাথে রয় চরণও চাল।

ব্যাধি

জান্নাতুল ফেরদৌসী

নীল-সাদা আর লাল-কালো ,
নির্ঘুম নয়নে ভাসোমান আলো ;
খুঁটিনাটি তক্তপোশে খানিকটা বিরামে –
চেয়ে দেখো ছেয়ে আছে ,
ব্যাধিময় রাজ্যভাড় !
হাঁপানি,শাসানি,তুকতাক কাঁপানি ,
সাথে থাকা পিটপিট চাহুনি ।
একসাথে মিশে থাকা;সহোদর তাড় !
ঘ্যানঘ্যান,ভনভন ,আছে যত শনশন –
শ্রুতিতে একটানা
বাদ্য বাজায় তার বিনা ;
বদ্যি-পথ্যি,ভিড় জমায় ,
শান্তির মায়া নথি বানায় –
“জগৎ জোড়া খ্যাতনামায় ,
নাম আছে যার পাতায়,পাতায়;
দেওনা এনে শান্তি যে পাই !”
কুটিল ব্যাধির সরল হাসি ;
কলেবরে বাজিয়ে বাশিঁ ।
হেঁড়ে স্বরে একটুকু থেমে,
আবছা আলোয় যায় যে বলে -
“আমি বিনে রবে না মনে,
সৃষ্টি যত ধরাতল !”